বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব

মুফতী মুহাঃ রফী' উসমানী

বর্তমান পরিস্থিতিতে

আমাদের দায়িত্ব

১) তা'লীম তায়াল্লুম ২) আত্মশুদ্ধি

৩) তাবলীগ ৪) জিহাদ

মূলঃ

মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী (দাঃ বাঃ)

পাকিস্তান

অনুবাদ

মাসউদ ইবনে জাফর খান

আল-আমীন প্রকাশনী

মিরপুর-ঢাকা

অভিমত

পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত রাখার সংগ্রামে আমাদের পূর্বসূরীগণের ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস অতুলনীয়। হকপন্থী ওলামা মাশায়েখগণ যুগ যুগ ধরে নানা অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যত রক্ত দিয়েছেন, পৃথিবীর বুকে খুব কম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এর নজীর পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সেই দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত ইতিহাস খুব কমই সংরক্ষিত ও সাধারন মানুষের নিকট তুলে ধরা হয়েছে।

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আজম (প্রধান মুফতী) মুফতী মোহাম্মদ রফী উসমানী (দাঃ বাঃ) সম্প্রতি আজাদ কাশ্মীর সফরে এসেছিলেন। এসময় তিনি কয়েকটি সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তারমধ্যে বাগ শহরস্থ 'দারুল উলুম তা'লিমুল কোরআন' মদ্রাসায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে এসে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদান করেন সে ভাষনের মধ্যে তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করতে হলে তালিম তায়াল্লুম (শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ) আত্মশুদ্ধি ও তাবলীগ এবং জিহাদ করা আমাদের দায়িত্ব সে প্রসঙ্গে অবতারনা করেছিলেন। সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পরবর্তিতে একটি প্রামান্য উর্দূ রিসালা রূপে প্রকাশিত হয় আর তারই অনুবাদ আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাসউদ ইবনে জাফর খান এবং বাহ্রুল আলম বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের জন্য প্রকাশ করছে। আমি এর পান্ডুলিপি দেখেছি, আশা রাখি এই বইটি পড়ে বাংলা ভাষী মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবে।

সুতরাং এ পুস্তিকার প্রকাশক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ পাক তাদের এ শুভ প্রয়াস কবুল করুন।

মুহাম্মদ আবু তাহের জেহাদী

মুহতামিম, জামেয়া ইমদাদিয়া দারুল উলূম
শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স পল্লবী, মিরপুর ঢাকা

প্রকাশকের কথা

দুনিয়া এবং আখেরাতের কামিয়াবী হাছিল করতে হলে তালিম তায়াল্লুম, ও আত্মশুদ্ধি ও তাবলীগ এবং জিহাদ করা প্রয়োজন কিনা এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজ আজ চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ বিষয়ে মুফতী মোহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) কাশ্মীরে বিভিন্ন মাদ্রাসায় কয়েকটি প্রোগ্রামে বয়ান করেন তার মধ্যে বাগ শহর 'দারুল উলুম তালিমুল কোরআন, মাদ্রাসায় যে বয়ান করেন তার মধ্যে অন্যতম একটি বয়ান **"জিহাদে কাশ্মীর আওর হামারা জিম্মাদারী"** নামে প্রকাশ হয় আর সেই পুস্তিকারই বয়ান আমরা বাংলাভাষা-ভাষী মুসলমানদের জন্য মাতৃভাষায় প্রকাশ করার আগ্রহ বোধ করি। যেন এদেশের মুসলমানগণ এর দ্বারা কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধান খুঁজে পান। আশা করি এর দ্বারা মুসলমানগণ সঠিক সমাধান পাবেন।

সুপ্রিয় পাঠক! **আমরা কেবলই সাধারণ দু'জন মুসলমান** আমার এই প্রকাশের মাঝে ভুল ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। অতএব মহানুভব পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার বিনীত নিবেদন যদি কোন প্রকার ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা মার্জনা করতঃ আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করে নেয়ার চেষ্টা করব।

বইটি অনুবাদের কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুস সালাম সাহেব ও বাহ্রুল আলম ভাই অন্যতম। এছাড়াও যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে বলতে চাই, এর দ্বারা আপনার সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র মেহনতটুকু কবুল করুন এবং রুচিশীল ইসলামী সাহিত্য রচনার যোগ্যতা দান করুন। আ-মীন।

বিনীত

মাসউদ ইবনে জাফর খান

সূচীপত্র

কাশ্মীর জিহাদ ও আমাদের দায়িত্ব

মূলঃ মুফ্তী মুহাম্মদ রফী ওসমানী (দাঃ বাঃ)

পাকিস্তানের মুফ্তিয়ে আযম (প্রধান মুফ্তী) আল্লামা রফী উসমানী (দাঃ বাঃ) সম্প্রতি আযাদ কাশ্মীরে সফরে এসেছিলেন। এ সময়ে তিনি কয়েকটি সম্মেলেন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

তন্মধ্যে বাগ শহরস্থ 'দারুল উলূম তা'লীমুল কুরআন' মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের আপামর জনসাধারণ ছাড়াও বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের একটি বিরাট অংশ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে মুফ্তী রফী উসমানী সাহেবের দেওয়া মূল্যবান ভাষণটি পরবর্তীতে **'জিহাদে কাশ্মীর আওর হামারা জিম্মাদারী'** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। যার সরল বঙ্গানুবাদ পাঠকবৃন্দের লক্ষ্যে পুস্তক রূপে প্রকাশ করা হলো।

অনুবাদক

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِن هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ه اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -

“আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে; যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং

তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (সূরা নিসাঃ ৭৫ ঃ৭৬)।

উপস্থিত হযরত উলামায়ে কিরাম, সুধীমণ্ডলী, তাওহীদী জনতা ও সম্ভাবনাময় ছাত্র বন্ধুগণ! আপনাদের বাগ শহরে এটা আমার দ্বিতীয় সফর। এর পূর্বে একবার এসেছিলাম আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হয়রত মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) এর অসুস্থাবস্থায় তাঁর শশ্রুষা করতে।

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ সম্পর্কে কিছু কথা

মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ। আমি ও আমার ভাই মুফ্‌তী তকী উসমানী (দাঃ বাঃ) দারুল উলূম করাচীতে প্রাথমিক পর্যায়ের ফারসী কিতাবাদী তাঁর কাছে পড়েছি এবং যে সকল আসাতিজায়ে কিরাম আমাদের মাঝে জিহাদী প্রেরণা জুগিয়েছেন, মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এই পরম প্রিয় উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শ্রদ্ধেয় পিতাজীর একনিষ্ঠ শাগরিদ ছিলেন। শুধু তাই নয় বরং দারুল উলূম দেওবন্দের সকল বুযুর্গ, মুরুব্বীগণের একান্ত আশেক ছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, যখন দারুল উলূম, দেওবন্দের শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ই'জাজ আলী (রঃ) ইহলোক ত্যাগ করে প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে চলে গেলেন, তখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ দারুল উলূম করাচীতে সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছিলেন মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) এবং তিনি এ সংবাদ শুনিয়ে এমনভাবে ডুঁকরে কাঁদছিলেন যে, মনে হচ্ছিল কোন সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতার যেন মৃত্যু হয়েছে। তিনি এতই ব্যকুল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে সামাল দেওয়া পিতাজীর পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছিল। আমার পিতাজীর অবস্থা কেমন হতে

পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি তাঁকে এতটা বিচলিত হতে দেখে নিজের পেরেশানী ভুলে গিয়ে তাঁকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

যদিও তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু যখন করাচী পৌঁছলেন, তখন তিনি হায়দারাবাদের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি করাচী পৌঁছলে আব্বা তাঁর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আগমন করলেন? তিনি বল্লেন, হায়দারাবাদ থেকে। আব্বা পুনরায় জানতে চাইলেন, হায়দারাবাদ কেন গিয়েছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, হায়দারাবাদে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ হয়েছিল। তাতে অংশ নেওয়ার জন্যে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ান সৈন্যের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু যখন হায়দারাবাদ পতনের ট্রাজেডী সংঘটিত হল, তখন কাশ্মীরের এই বীর মুজাহিদ সেখান থেকে হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করে মুহাজির হয়ে করাচী চলে আসেন।

আরেকবারের ঘটনা

করাচীতে 'জাহাঙ্গীর পার্ক' নামে একটি প্রসিদ্ধ পার্ক আছে। এক সময় এটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং ঐ স্থানটিই ছিল করাচীর সবচেয়ে বড় সভাস্থল। পার্কটি এখন 'নশ্তর পার্ক' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। কাদিয়ানীরা একবার সেখানে তিনদিনব্যাপী কনফারেন্সের ডাক দেয়। স্যার জাফ্রুল্লাহ্ খান, যিনি কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়েছিলেন, তিনিও উক্ত কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একজন ছিলেন।

করাচীর মুসলমানরা বল্‌লেন, আমরা এ কনফারেন্স হতে দেব না। সে সময় দারুল উলূম করাচী 'নানক ওয়ারাহ' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে দারুল উলূম থেকে বাসায় এসে দেখলাম আব্বাজানের চেহারায় কষ্ট ও অস্থিরতা-ব্যকুলতার ছাপ।

আমাকে দেখেই আব্বা বল্‌লেন, মৌলভী আমীরুজ্জামান এসেছিল। কিছুদিন হল নববিবাহিত দুলহান করাচীর বাসায় একাকী অবস্থান করছে। সেখানে তার স্ব-বংশীয় কেউ নেই। ওর বাসার ঠিকানা দিয়ে বাসার সব আসবাবপত্র, সাথে কিছু অলংকারাদী আমার কাছে আমানত রেখে গেছে। কিছু লোকের কাছে সে ঋণী ছিল; তাদের নাম ও ঠিকানা আমাকে দিয়েছে। আর যাবার সময় বলে গেছে, হতে পারে আমি জীবিত ফিরে নাও আসতে পারি। কারণ, আমি এমন প্রতিজ্ঞা করে বের হচ্ছি যে, হয়ত শহীদ হব; নয়ত ঐ কনফারেন্স বানচাল করব ইন্‌শাআল্লাহ। সুতরাং আমি মৃত্যুবরণ করলে আমার স্ত্রীকে তার বাড়ীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।

সে সময় আমার বয়স ছিল ষোল বা সতের বছর। শ্রদ্ধেয় পিতাজীর অনুমতি নিয়ে আমিও চল্‌লাম সেখানে। দেখলাম মাওলানার মত লাখ লাখ জানবায মর্দে মুজাহিদ সেখানে উপস্থিত। বীরত্বের সাথে তাঁরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। সংক্ষিপ্ত কথা হল, শেষ পর্যন্ত ঐ কনফারেন্স হতে পারেনি। লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয় সব আয়োজন। পুলিশ লাঠিচার্জ করল, গুলি চালাল কিন্তু দমাতে পারলো না মর্দে মুজাহিদদের। ওদিকে জাফরুল্লাহ্ খান প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হল। আর যে কনফারেন্স তিনদিনব্যাপী হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তা তিন ঘন্টাব্যাপীও হতে পারলো না। অনেকেই এ সময় গ্রেফতার হলেন। হযরত মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) এর

ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি 'ফেরায়ের' থানায় বন্দী আছেন। এও জানা গেল যে, গ্রেফতারকৃতদেরকে দাড়ি ধরে ধরে সীমাহীন নির্যাতন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বহু চেষ্টা-তদবীরের মাধ্যমে তাঁরা মুক্তি পেলেন।

মুসলমানদের কষ্টে স্পন্দিত হৃদয়

আমি বলতে চাচ্ছি, এই বাগ শহরে আসার পর মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) এর হৃদয়স্পন্দন দেখতে পাচ্ছি। ওটা হল সার্বক্ষণিক স্পন্দনশীল হৃদয়, যা কিনা গোটা মুসলিম বিশ্বে নেমে আসা যে কোন বিপদাপদে অস্থির হয়ে যায়।

১৯৬৫ সালে আমাদের ফৌজ যখন অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করল এবং ধাপে ধাপে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মদদ ও বিজয় আসতে লাগল, তখন মাওলানা আমীরুজ্জামান (রঃ) একবার করাচীতে এলেন। আমি তাঁর কুশলাদী জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তেজনা ও আনন্দের সাথে বলতে লাগলেন, "কিছু জিজ্ঞেস করো না, আজকাল তো শুধু আনন্দই আনন্দ। আমরা প্রত্যেহ দলে দলে মুজাহিদ পাঠাচ্ছি"। কিন্তু আফগানিস্তানের জিহাদের ফলশ্রুতিতে কাশ্মীরে চার বছর ধরে যে জিহাদ চলছে, এতে আমি খুব তীব্রভাবে মাওঃ আমীরুজ্জামান (রঃ) এর শূন্যতা অনুভব করছি।

আফগান জিহাদের প্রসঙ্গ টেনে আমি একথাটিও আরয করতে চাই যে, এটা এমন জিহাদ ছিল, যেখানে আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ সকল মুজাহিদ যারা সহায়-সম্বলহীন, নিঃস্ব ও জীর্ণশীর্ণ বেশভূষা; যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে খোদ তাদের সরকার এবং তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার রুশ বাহিনী; তাদের বিজয়ের রহস্য তো এই ছিল যে, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যের জন্যে মজলুম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে

সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা যদিও হয় সহায়-সম্বলহীন, দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ, তবুও আল্লাহ্র সাহায্য ও রহ্মত তাদের উপর বর্ষিত হয় অবিরত ধারায়। অনেকে মনে করছেন, আজ আমাদের কাছে শত্রুদের মত হাতিয়ার নেই, আধুনিক প্রযুক্তি নেই, আধুনিক রণসম্ভার নেই, মারণাস্ত্র নেই। আজ আমরা গরীব, অসহায় দুর্বল। আমাদের মত লাঠি আর পাথর দিয়ে মুজাহিদদের বিজয় আসবে কিভাবে?

কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রেই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত আমাদেরকে এ দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, আজও পাথর আর লাঠি নিয়ে তোপ ও ট্যাংকের মোকাবেলাকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে সাহায্য করতে পারেন, যার মাধ্যমে বড় বড় পরাশক্তিকেও টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়। আমি এতক্ষণ আফগান জিহাদের কথা বলছিলাম এটি এমন এক পবিত্র জিহাদ, যা শত বছর পর এই ধরায় সংঘটিত হয়েছিল। এ আসমান-যমীন আরেক বার বীরত্ব ও সাহসিকতার ঐ দৃশ্যগুলো দেখতে পেলো, আমাদের পূর্বসূরীরা কখনো কখনো যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন। এখানে মুজাহিদরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর অভাবনীয় মদদ অবলোকন করেছেন। মুজাহিদরা বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ কোন্ সৃষ্টিজীবগুলো তাদের পক্ষ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

আফগান জিহাদে আল্লাহ্ তা'আলার মদদের কিঞ্চিত নমুনা

আপনাদের সামনে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। কোন শোনা গল্প আপনাদেরকে বলছি না। মুজাহিদরা সাক্ষী। আর আমার সফর সঙ্গী এই উলামায়ে কিরামও সাক্ষী, যাঁরা দুই দুই বার

আমার সাথে আফগান জিহাদে গিয়েছিলেন। সে দৃশ্যগুলো এখনো চোঁখের সামনে ভাসছে। তখন আমাদের মনে হচ্ছিল যেন শত্রুর বিরুদ্ধে পাহাড় যুদ্ধ করছে, বাতাস যুদ্ধ করছে, বৃক্ষরাজী যুদ্ধ করছে এবং পানি যুদ্ধ করছে। এটা কোন সাহিত্য চর্চা নয়, অতির ন নয়, ওয়ায ও বক্তৃতার কারিশমা নয়। বাস্তব ঘটনা শোনাচ্ছি। আফগানিস্তানের জিহাদে পাখীও মুজাহিদদের সাহায্যোর্থে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এটাও অতিরঞ্জিত কিছু নয়, বরং বাস্তব কথা যে, আফগানিস্তানের ভয়ঙ্কর বিষধর বিচ্ছু শত্রুপক্ষের হাজার হাজার সৈন্যকে মৃত্যুকূপে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ তের বছরে ঐ বিচ্ছুগুলো একজন মুজাহিদের গায়েও আঁচড় পর্যন্ত লাগায়নি।

আরও একটি সত্য কথা, উরগুনের পাশে একটি পাহাড়ে মুজাহিদদের একটি ক্যাম্প ছিল। সেখানে ছিল মাত্র চারজন মুজাহিদ। একবার রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশজন সৈন্য অতি সন্তর্পণে সেদিকে এগিয়ে গেল। মুজাহিদরা সে সময় অসতর্ক অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু সৈন্যরা যখন পাহাড়ে উঠতে লাগল, তখন পাহাড়ী বিচ্ছু তাদেরকে দংশন করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল। আর বাকীরা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালাল। তাদের চিৎকার শুনে মুজাহিদরা তাদের আগমন টের পেয়ে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার মদদ গোলাবারুদের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি যখন মদদ করতে চান, তখন সাপ-বিচ্ছু, বাতাস ও পাখী দিয়েও মুজাহিদের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব দৃশ্যাবলী আফগান জিহাদে দেখিয়ে দিয়েছেন। আফগান জিহাদের অনিবার্য পরিণতিতে আল্লাহ্র জিহাদের বরকতে পৃথিবীর সব স্থানে এবং কাশ্মীরেও জিহাদের অশান্ত তরঙ্গমালা আন্দোলিত হচ্ছে।

কাশ্মীর জিহাদ

যখন থেকে কাশ্মীরের জিহাদ শুরু হয়েছে, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার অশান্ত চোখ আমার সেই মুজাহিদ উস্তাদকে তালাশ করে ফিরছে। সেই মর্দে মুজাহিদ আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চিন্তে বসে থাকতেন না এবং অন্যকেও স্থির বসে থাকতে দিতেন না। অধিকৃত কাশ্মীরে মুসলমানরা তাদের সব কলঙ্ক ধুয়ে ফেলেছে আশ্চর্যের কথা হল, ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তান ও আযাদ কাশ্মীরের ছোট ছোট শিশুরাও জিহাদী জযবায় ছিল পাগলের মত। তদ্রুপ ১৯৬৫ সালে জিহাদ হয়েছিল। তখন পাকিস্তান ও আযাদ কাশ্মীরে জিহাদের অগ্নিশিখা প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু তখন অধিকৃত কাশ্মীরের মুসলমানরা জিহাদে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাতে পারেনি।

অধিকৃত কাশ্মীরের মুসলমানদের এটাই প্রথম উন্নতি যে, তারা জীবন বাজী রেখে বিজয় অথবা শাহাদাতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। অতীতে অধিকৃত কাশ্মীরের মুসলমানদের একটি বিশ্রী বদনাম ছিল এবং একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, কাশ্মীরীরা যোদ্ধা ও আযাদীর জন্যে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি নয়। তারা চায় যে, বাইরে থেকে অন্য কেউ এসে তাদেরকে আযাদী এনে দিক। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে সেই মজলুম-নওজোয়ান, আযাদী-পাগল সম্ভাবনাময় তরুণেরা সহায়-সম্বলহীন, নিরস্ত্র হয়েও ভারতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যেভাবে মোকাবেলা করেছে এবং অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে, তাতে তাঁরা তাদের অতীতের সব কালিমা মুছে ফেলেছে। এখন তাঁদের আর কোন বদনাম নেই। আল্লাহ্ না করুন, এ আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে ব্যর্থতার সব গ্লানী আমাদেরকেই বহন করতে হবে, এবং এর জবাব দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে।

তাঁরা তাঁদের উপর আরোপিত বদনামের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। তাঁরা তাদের সব রকম শক্তি ব্যয় করেছে। নিজের সব কিছু তাঁরা আল্লাহ্‌র রাহে কুরবান করে দিয়েছে। আমরা এখনও যদি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে না আসি, তাহলে আল্লাহ্‌র ক্বসম! এটা এতই নিকৃষ্টমানের অপমানজনক কাজ হবে যে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুখ দেখানোর যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবো।

[কথাগুলো বলার সময়ে মুফ্‌তী সাহেবের আওয়াজ ভারী হয়ে আসছিল এবং উপস্থিত সবার মাঝে তুমুল ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। (সংকলক।)

আযাদ কাশ্মীরের প্রত্যক্ষ বিবরণ

আমাদের জন্যে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল যে, লাহোর, করাচী, বাংলাদেশ ও অন্যান্য জায়গায় এখনও আমরা বিলাসিতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনায় দিন গুজরান করছি। যা দেখে বিবেকের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছি। হায়! দুনিয়ায় কী হচ্ছে আর আমরা মুসলমানরা কেমন উদাসীনতায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছি? কিন্তু আরও দুঃখ পেলাম এজন্যে যে, কাশ্মীরে জিহাদ সম্পর্কে সে শহরগুলোকে দু'একটি তৎপরতা যাও লক্ষ্য করলাম, এই আযাদ কাশ্মীরে তাও দেখতে পাচ্ছি না। এটা আমি অভিযোগ করে বলছি না। আপনাদেরকে ধিক্কারও দিচ্ছি না। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এমনটি বুঝবেন না। বরং আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী, ভাই ও স্নেহাস্পদ সন্তানদের কাছে নিজের অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করছি মাত্র। করাচী ও লাহোরের মত কর্মতৎপরতাও এখানে দেখতে পাচ্ছি না। আহ্! আজ আমীরুজ্জামান কাশ্মীরী (রঃ) এর মত কয়েকজন যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আজ বাগ ও মুজাফ্‌ফারাবাদের প্রতিটি অলিতে গলিতে এই স্থিরতা, এই স্তব্ধতা দেখা যেত না। অস্থিরতা, প্রাণচাঞ্চল্য আর জযবায়ে জিহাদের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেত সর্বত্র।

এ অবস্থায় আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি; অথচ ওখানে আমাদের মা-বোন ও মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে।

অধিকৃত কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর যুলুম ও নির্যাতনের কিছু চিত্র

গতকাল আমরা হাবীবুল্লাহ্ গড়ের নিকটবর্তী একটি শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে শরণার্থীদের সাথে মিলিত হয়েছি। তাদের একজন অশ্রুসজল নয়নে বল্লেন, "আমাদের উপর সীমাহীন বর্বর নির্যাতন করা হচ্ছে। আমাদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আমাদের গোটা পল্লী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ক্ষেত-খামার বিরান করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের সামনে নির্মমভাবে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের চুল ধরে ধরে টানা হেঁচড়া করা হচ্ছে। এসব কিছুই আমরা বরদাশ্ত করেছি, সহ্য করেছি, ধৈর্য ধরেছি। কিন্তু যুলুম-নির্যাতন সহ্য করারও একটি সীমা আছে। আপনারাই বলুন, আমাদের চোঁখের সামনে আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমহানী হতে দেখলে আমরা কিভাবে তা সহ্য করব?"

তিনি আরও বললেন, "ক্রেকডাউনে পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে এবং মহিলাদেরকে পুরুষদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়। মহিলাদের সাথে পুরুষদের কোন যোগাযোগ নেই আর পুরুষদের সাথেও মহিলাদের কোন যোগাযোগ নেই। এ অবস্থা ঐ বন্যপশুরা সম্মিলিতভাবে আমাদের মা-বোনদের সতীত্ব নষ্ট করে।" এই করুণ মুহূর্তে, যখন সেই কাপুরুষ নরপশুরা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে গোটা জগতের সামনে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করছে এবং আমাদের আত্মমর্যাদা -বোধের কবর রচনা করছে, আমরা যদি মুজাহিদদের সাহায্যার্থে

এগিয়ে না আসি, তাহলে পৃথিবীর বুকে আমাদের চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাহীন জাতি আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না।

বলুন! আমাদের আত্মপ্রসাদ আসে কিভাবে? রাতে কিভাবে আমরা সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকি? কিভাবে আমরা বিলাসী জীবন কাটাই?

মিম্বার ও মিহ্‌রাবে স্পন্দন নেই

এক সময় এমন ছিল, যখন জিহাদের সামান্য আওয়াজেই আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসা ও মিম্বার-মিহ্‌রাবে আন্দোলনের ঝড় উঠতো। মিম্বার ও মিহ্‌রাব থেকে তাবৎ কুফ্‌রী শক্তির বিরুদ্ধে উঠে আসা ঝড় গোটা জাতিকে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু আজ সারা পৃথিবীর মিম্বার ও মিহ্‌রাবগুলোকে মনে হচ্ছে নিরব, নিস্তব্ধ।

কিছু কাজ যদিও হচ্ছে, কিন্তু তাতে নেই স্পন্দন, জযবা এবং অনির্বান উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সেই ঝড়ো হাওয়া নেই। আজ যেভাবে আমরা বিজয় অর্জন করতে চাচ্ছি, সেভাবে কখনও কোন জাতি বিজয় অর্জন করতে পারেনি। আমি একথা অবশ্যই স্বীকার করছি যে, আলহামদুলিল্লাহ্‌, আযাদ কাশ্মীরের অনেক নওজোয়ান আফগান জিহাদে শহীদ হয়েছেন। অনেকে চক্ষু হারিয়েছেন, পা হারিয়েছেন অনেকে। আবার অনেকে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হারিয়েছেন। আর আমি এটাও জানি যে, এখনও অধিকৃত কাশ্মীরে এখানকার অনেক নওজোয়ান বীর বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আফগানিস্তানের সাথে এখানকার সাদৃশ্যতা কি? প্রতিটি ঘর থেকে কতজন মুজাহিদ পাঠানো হয়েছে? আপনি যদি আফগান জিহাদ সম্পর্কে জরিপ করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, সেখানকার এমন কোন ঘর

ছিল না, যে ঘর থেকে ২/ ১ জন লোক জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি। যার ফলে আজ আফগানিস্তানে এমন কোন পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যে পরিবারের কোন না কোন একজন হয়ত শহীদ, মারাত্মক আহত নয়তো মা'যুর হয়নি। আর তারই অনিবার্য পরিণতিতে আজ আফগানিস্তান কমিউনিজমের নিকৃষ্ট কুফ্রী থেকে আযাদ হয়েছে।

এখন যে যুদ্ধ সেখানে চলছে, তা হল গৃহযুদ্ধ। দুশমনী শক্তিগুলো তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আফগান মুজাহিদদেরকে এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে বিচক্ষণতার সাথে জিহাদ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ত্যাগ-কুরবানী ছাড়া কখনও আযাদী পাওয়া যায় না। যখনই মুসলিম জাতি হকের পক্ষে কুরবানী-ত্যাগ স্বীকার করে ময়দানে অবর্তীণ হয়েছে, আল্লাহ্র মদদ ও নুসরতও তখন আসমান থেকে তাদের উপর নাযিল হয়েছে। আমাদের প্রভু এখনও তিনিই আছেন, যিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে ছিলেন। আজও আমরা সেই খোদারই ইবাদত করি, যিনি খায়বর ও হুনাইনে মুসলমানদেরকে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা আজও সেই কুরআন মানি, যা সে সময় মুসলমানদের জীবনবিধান ছিল। আর আমরা আজও সেই রাসূলকেই নিজেদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, পথপ্রদর্শক, দিকনির্দেশক, রাহ্নুমা এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বুঝি। যার অনুসরণ করে মুসলমানরা কুফ্রীর কবর রচনা করে তার ধ্বংসস্তুপের উপর হকের বিজয় নিশান উড়িয়েছিল। ইসলামের কোন কিছুই পুরাতন নয়। আলহামদুলিল্লাহ্, তার প্রতিটি বিষয় আজও তরতাজা, চির সজীব। ক্বিয়ামত অবধি তার সজীবতায় কোন ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

কুরআনের আহ্বান

পবিত্র কুরআন আজও ডেকে ডেকে বলছে, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন এবং মজলুম অসহায় মুসলমানদের সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন। গোটা পৃথিবীর কোন জাতির ভাগ্যেই এমন প্রতিশ্রুতি মেলেনি। এই গৌরব একমাত্র মুসলমানদের যে, স্বয়ং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, যার কুদরতী হাতে সবধরনের শক্তি, প্রাকৃতিক সব শক্তির মাধ্যম যার কব্জায়, সার্বভৌমত্বের যিনি একচ্ছত্র অধিপতি, সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা আজও যদি আমার দ্বীনের জন্যে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়, তাহলে আমার মদদ ও নুসরতের কারিশমা এবং বিজয় ও নুসরতের উন্মুক্ত দ্বার স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

কিন্তু দুঃখ লাগে তখনই, যখন দেখি, আমাদের' মাঝে যেমন তৎপরতা থাকা উচিৎ ছিল, তা অনুপস্থিত। ইতিপূর্বে আমি কোটলীতে এসেছিলাম ব্যথিত হৃদয়ে আমি মুজাহিদদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ভাই! এটা কেমন কথা? আমার মনে হচ্ছে এখানে এতটুকু তৎপরতাও নেই, যতটুকু আছে করাচী ও লাহোরে। মুজাহিদরা তখন আমার একথার প্রতি সমর্থন করলেন। করাচীতে কাশ্মীরের উলামায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁরাও বলেন, আযাদ কাশ্মীরে যেমন কর্মচাঞ্চল্য থাকার কথা ছিল তা নেই। এজন্যে আমি আপনাদের সামনে ভ্রাতৃত্বসূলভ আরযু নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহর ওয়াস্তে এই ডাকে সাড়া দিন। ঐ মযলূম মা-বোন ও সন্তানদের আর্তচিৎকার কান :পেতে শুনুন। যারা তাদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরপত্তা নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন। আপনি যদি এই আর্তচিৎকার সরাসরি ওখানে গিয়ে শুনতে না পান, তাহলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে গিয়ে দেখুন। সেখানে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন।

কাশ্মীর জিহাদকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করুন। **নতুবা স্মরণ রাখবেন!** কাশ্মীরে মুজাহিদরা এখন আমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ্ না করুন, আমাদের সম্মিলিত উদাসীনতার কারণে কাশ্মীরের জিহাদ আন্দোলন যদি ব্যর্থ হে যায় তাহলে আল্লাহর ক্বসম! আমরা এই পৃথিবীকে মুখ দেখানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবো। শুধু তাই নয়। আমরা আমাদের আযাদীও নস্যাৎ করে ফেলতে পারি। ফলে আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। খুব ভাল করে শুনে রাখুন এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করুন, ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিসন্ধি নিয়ে মারাত্মক নীল নকশা কায়েম করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। চীনের সাথে তাদের যুদ্ধ বেঁধেছিল কিন্তু তারা চীনের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে এবং চীন সীমান্ত থেকে দেড় লক্ষ সৈন্য প্রত্যাহার করে কাশ্মীরের ঐ মজলুম মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানোর জন্যে লাগিয়ে দিয়েছে। চীনের সাথে তাদের সামরিক আতাঁত সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, এখন অধিকৃত কাশ্মীরে যদি আমরা তাদের সাথে পরাজিত হই, তাহলে এই বিশাল বাহিনীর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এবং আযাদ কাশ্মীরের উপর যুদ্ধংদেহী হওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকবে না।

আজ আমরা যদি এটা মনে করি যে, চলো, আমরা তো আরামেই আছি, আমার ভাই মরছে মরুক। তাহলে মনে রাখবেন, আমরাও বেশীদিন সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকতে পারব না। মৃত্যু নামক চির নিদ্রার কবলে আমাদেরকেও পড়তে হবে।

পাকিস্তান মুসলমানদের আশ্রয়স্থল

এটাও মনে রাখবেন। আল্লাহ্ না করুন, আযাদ কাশ্মীর, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের উপর যদি দুঃসময় এসে যায়, তাহলে পৃথিবীর বুকে আমাদেরকে আশ্রয়দাতা কেউ নেই। আমি আজ

মুজাফ্‌ফরাবাদে দাঁড়িয়ে বলছি, গতকালও বলেছি, পরশুও বলেছি যে, পাকিস্তান মুসলমানদের জন্যে, বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্যে বড় রহমত স্বরূপ। কারণ, হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উপর কোন দুঃসময় নেমে এলে তারা আশ্রয় পান পাকিস্তানে। হায়দারাবাদের মুসলমানদের উপর যুলুম করা হয়েছে, তারাও আশ্রয় পেয়েছেন পাকিস্তানে। জুনাগড়ের মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তারা আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পাকিস্তানকে। বার্মার মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানো হয়েছে, তখন তারা আশ্রয় পেয়েছিলেন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর বর্বর রুশ বাহিনী ক্বিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, তখন তারাও আশ্রয় পেয়েছিলেন পাকিস্তানে এবং বর্তমানেও অধিকৃত কাশ্মীরের মযলূম মুসলমানরা আশ্রয় পাচ্ছেন আযাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানে। কিন্তু আপনাদের উপর যদি কোন দুর্দিন নেমে আসে, তাহলে আমাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার মত কেউ নেই। এমন কোন মুসলিম রাষ্ট্র আছে কি যারা একদিনের জন্যেও ভিসা ছাড়া আমাদেরকে থাকতে দেবে? হোক তা সৌদি আরব, ইয়েমেন, আরব আমিরাত, বাহরাইন, মিশর অথবা তুর্কিস্থান। যে কোন রাষ্ট্রেই হোক না কেন, আপনাদের একজনেরও ভিসা ছাড়া সেখানে একদিনের জন্যে অবস্থান করাও সম্ভব হবে না; নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা।

এজন্যেই বলছিলাম, আল্লাহ্ না করুন, আমরা যদি ইন্ডিয়ান ফৌজদেরকে এভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে দিই, তাহলে আরব উপসাগরে ডুবে মরা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। এটা কোন গলাবাজি নয়, বরং হৃদয়াভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ব্যথা আপনাদের সামনে প্রকাশ করছি।

কাশ্মীর সফরের কারণ

আমি দারুল উলূম করাচীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে শুধু এজন্যেই এসেছি, যেন আযাদ কাশ্মীরের উলামায়ের কিরামকে এই দিকে মনযোগী করাতে পারি। উলামায়ে কিরাম যখনই জনসাধারণের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের কাছে যে কোন ধরনের কুরবানী ত্যাগ আহ্বান করেছেন, তখন জনসাধারণ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠবোধ করেনি। আজকেও আযাদী পাগল মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রয়োজন শুধু উলামায়ে কিরামের সঠিক নেতৃত্বের।

আমাদের আকাবির বা পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের এটাই নির্দশন ছিল, যখনই জাতির উপর কোন দুর্দিন এসেছে, তখন তারা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কখনও জিহাদ থেকে পিছপা হননি। সুতরাং এখানকার উলামায়ে কিরামের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মীর জিহাদ বিজয়ের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিম্বার-মিহ্‌রাব থেকে জিহাদ, ক্বিতাল ও যুদ্ধের বুলন্দ আওয়াযকে আকাশে-বাতাসে প্রকম্পিত করুন।

ছুটিতে আপনাদের ছাত্রদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে মুজাহিদদের কাছে প্রেরণ করুন এবং জনসাধারণ তথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাইকে জিহাদের ট্রেনিং গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ-

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ– (الا ية)

অর্থ ঃ- "এবং তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

(আনফাল ৬০)

আর যদি এমনটি না করেন, তাহলে মনে রাখবেন, পরিস্থিতি বড়ই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। গোটা তাগুতী অপশক্তি আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী নীল নকশা তৈরী করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিন, আমীন॥

আমাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত

আলোচনার শুরুতে কুরআন শরীফের যে আয়াতগুলো আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম, সে আয়াতগুলো আজকে আমরা যে অবস্থার মুখোমুখী হয়েছি তার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতগুলোর শানে নুযূল হল- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর মদীনায় হিজরত করার পর কিছু মুসলমান মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা হিজরত করতে পারেননি। পরে তাঁরা কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মদীনা মুনাওয়ারার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আয়াতগুলো নাযিল করেন। সেখানে বলা হয়েছে, "আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করছ না ? সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা মক্কায় আটকা পড়েছে এবং দোয়া করছে-হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী।" (ভাবার্থ)

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু এখানে সেভাবে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছ না কেন? এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা তো আভিজাত্য, আত্মমর্যাদাবোধ ও বিবেকের দাবী।

কারণ তোমাদের মা-বোন, বাপ-ভাই ও সন্তানের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, তারা তাদের সাহায্যের জন্যে তোমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলছে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে মুক্তি দাও। ওরা যে আমাদের উপর সীমাহীন যুলুম করছে। আজ হুবহু সে অবস্থাই বিরাজ করছে অধিকৃত কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর।

সুতরাং ঐ মজলুম মুসমানদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মত নওজোয়ান কি আমাদের মাঝে নেই? আমাদের ধরনীতে কি মুহাম্মদ বিন কাসিম, মাহ্‌মূদ গজনবীর সেই খুন বাকী নেই? আমি বলব, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ধরনীতে সেই খুন এখনও প্রবাহমান। যার কারণেই মর্দে মুজাহিদরা দ্বীনের তরে সব কিছু বিলীন করে দিচ্ছে। তাদের সেই কুরবানীতে এখন রং ধরতে শুরু করেছে। আমাদের অধিকৃত কাশ্মীরের নওজোয়ানরা হিন্দুস্তানী ফৌজদেরকে নাকানী চুবানী খাইয়ে দিচ্ছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই নওজোয়ানরা যদি আরও দু'বছর ইন্ডিয়ান ফৌজদের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যকে সুসংহত করে বীর বিক্রমে লড়ে যেতে পারে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ অধিকৃত কাশ্মীর আযাদ হবেই। ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাঁদের পদ চুম্বন করবে। কিন্তু এজন্যে পাকিস্তান ও আযাদ কাশ্মীরের মুসলমানদেরও তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে সব অলসতার ইতি টেনে, আড়মোড়া ভেঙ্গে আবারো দাঁড়াতে হবে। সবাইকে নিজ দায়িত্ব মনে করে ভাবতে হবে যে, মুজাহিদদের সাহায্যার্থে কি করা যায়? তাদের সাহায্যার্থে কারো যদি এক টাকা দেওয়ার সামর্থ থাকে, তাহলে তিনি এক টাকা

দেবেন। যার এক টাকা দেওয়ার সামর্থ নেই, তিনি আটআনা দেবেন। যিনি মুখে তাদের সাহায্য করতে পারেন, তিনি তাদের জন্যে পথ মসৃণ করবেন। **আর আল্লাহ্ যাকে সন্তান দিয়েছেন,** তিনি নিজ সন্তানকে মুজাহিদদের কাতারে শামিল করে দেবেন।

এককথায় প্রত্যেকেই যে যেভাবে পারেন, তাদের সাহায্য অবশ্যই করবেন। এভাবে আমরা যদি মাত্র দুই বছর সাধ্যমত তাদের সাহায্য করতে পারি, তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস করুন! দৃঢ় বিশ্বাস করুন! দৃঢ় বিশ্বাস করুন!!! ভারত তো সামান্য একটি শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাশিয়ার মত সুপার পাওয়ারও মুজাহিদদের মোকাবেলায় খানখান হয়ে যেতে বাধ্য।

জিহাদে কামিয়াব হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত

যা নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে–

"যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্র রাহেই।" অর্থাৎ তারা স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন, খ্যাতি অর্জন ও পার্থিব কোন চাওয়া-পাওয়ার জন্যে জিহাদ করে না, বরং একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তারা জিহাদ করে। আরো বলা হয়েছে-

"সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে।" (সূরা নিসাঃ ৭৬)। ভারতীয় ঐ নরপশু এবং তাদের সাহায্যকারী সবাই শয়তানের বন্ধু। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঈমানের দাবী।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, তাদের সাথে আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের কাছে তো অত্যাধিক মারণাস্ত্রসহ সবধরনের যুদ্ধ সামগ্রী মওজুদ রয়েছে। আমাদের তো কিছুই

নেই। পবিত্র কুরআন এই সন্দেহের মূলোৎপাটন করে জোরালো ভাষায় বলেছেঃ তাদের পিছনে রয়েছে শয়তানী চক্রান্ত, আর শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। পক্ষান্তরে তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি আমি এবং আমার কৌশল।

মোট কথা হল, এই আয়াতে জিহাদে কামিয়াব হওয়ার জন্যে প্রথম শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে ঈমান আর দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, জিহাদ হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও মজলুম মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে। এখানে কোন পার্টি, দল, সংগঠন, গোষ্ঠী অথবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধিমূলক মনোভাবের অবকাশ নেই। আমাদের জিহাদের মাঝে যদি এই দুই শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলার মদদ ও নুসরতের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন আপনারা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। আর গোটা দুনিয়া এই দৃশ্য আগ্রহভরে অবলোকন করবে যে, ভূস্বর্গ কাশ্মীর এখন আর শয়তানের আখড়া নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার জন্যে চারটি কাজ করা জরুরী

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। এমন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্যদানে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু আজ অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার সামর্থের বাইরে কথা বলছি। আওয়ায ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিন্তু এতক্ষন যা বলেছি, হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছি। এজন্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কথাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করবেন। আর বিশেষ করে হযরত উলামায়ে কিরামের প্রতি আমার দরখাস্ত, আপনাদের খুত্‌বা, আপনাদের বয়ান-বক্তৃতা, আপনাদের ওয়াজ এবং আপনাদের দর্‌সে কুরআনে জিহাদের

প্রতিও উদ্বুদ্ধকরণ ও দাওয়াত থাকা চাই। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একই সাথে এই চারটি কাজ চলত।

১. তা'লীম ও তাআল্লুম বা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণঃ

যা আজকাল মাদ্রাসাগুলোতে হচ্ছে। যেমনঃ

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً (ط) فَلَوْلَانَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَارَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থ ঃ আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না? যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাজে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে। (তাওবা ঃ ১২২)

এবং এ কাজটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত প্রাপ্তির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জারি ছিল।

২. তাযকিয়ায়ে আখলাক ও তারবিয়্যাতে বাতিন বা চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধি ঃ

আজকাল যে কাজ খানকাগুলোতে হচ্ছে। যেমনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (الاعلى)

আর্থ ঃ নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়। (আল আ'লা ঃ ১৪)

এবং এটিও রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত প্রাপ্তির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জারি ছিল।

৩. তাবলীগ ও দাওয়াত ঃ

আজকাল তাবলীগী জামাআত ও বিভিন্নভাবে অন্যান্য মুসলমানরা সে কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছেন। যেমন ঃ এই দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ-

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ (ط) وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থঃ তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়। অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল। (আল-এমরান ঃ ১১৪)

এই দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল ও বিশ্বের বাদশাহ্দের বরাবরে পত্রও পাঠিয়েছিলেন।

৪. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ঃ

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسٰٓى اَنْ

تُحِبُّوْا شَيْـئًا وَّهُـوَ شَرٌّ لَّـكُمْ (ط) وَاللّٰهُ يَـعْلَمُ وَاَنْتُـمْ لَاتَـعْلَـمُوْنَ

অর্থ ঃ তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (আল বাকারাঃ ২১৬)

এবং এ কাজটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর থেকে শুরু করেছেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা জারি রেখেছেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এ কাজ থেকে আমরা বিরত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আফগান মুজাহিদদের মাধ্যমে আবারো তা যিন্দা করালেন। এ প্রদীপ যেন নিভে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ প্রদীপকে ততক্ষণ পর্যন্ত দীপ্তমান রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঐ মজলুম ভাই-বোনদেরকে কাফিরদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত না করতে পারি।

একটি ভুল ধারণার অবসান

অনেকে ভূল ধারণার কারণে জিহাদ ও তাবলীগকে পরস্পর বিরোধী মনে করেন। এটা নিতান্তই মুর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সাহাবায়ে কিরাম (রায়ি.) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাবলীগের কাজও করেছেন। **এমনটি বলেননি যে, জিহাদের কাজ করলে তাবলীগ করা যাবে না আর তাবলীগ করলে জিহাদ করা যাবে না। বরং তাঁরা দু'টো কাজ একই সাথে করতেন।**

আমাদের মুজাহিদ সাথীদের মাঝে এটার প্রচলন আছে যে, নতুন কেউ এলে জিহাদে অংশগ্রহণ করানোর পূর্বে কিছুদিনের জন্যে তাঁকে তাবলীগী জামাআতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তদ্রুপ আমি তাবলীগী ভাইদেরকেও বলব, **আপনারা তাবলীগের কাজ খুব করবেন কিন্তু কিছুদিন এই জিহাদের স্বাদও আস্বাদন করুন**। যে জিহাদ করতে গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুবারক রক্ত ঝরিয়েছেন এবং ওহুদ যুদ্ধে স্বীয় দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন। যে কোন একটি কাজ করে পূর্ণ দ্বীনের উপর আমল করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই চারটি কাজ এক সমান্তরালে চলত।

সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আমরা এ চারটি কাজ সমান্তরালভাবে করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন করা সম্ভব নয়। ইমাম মালেক (রঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ বাণী হল, "শেষ যুগের মুসলিম উন্মাহ্‌র সংশোধন সে পথেই সম্ভব, যে পথে উম্মতের সংশোধন হয়েছে প্রাথমিক যুগে।" আর আমিও ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছি যে, **ইসলামের প্রাথমিক যুগে উল্লিখিত চারটি কাজ একই সাথে হত**। সুফ্‌ফায়ে মুবারাকায় তা'লীম ও তাআল্লুমের কাজ চলত। বদর ওহুদে জিহাদের ডংকা বাজত। মক্কী জীবনে ও তৎপরবর্তী জীবনের বিরাট অংশে তাবলীগে ইসলামের কাজ চলত। আর এ সবের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাযকিয়ায়ে নফ্‌স বা আত্মশুদ্ধিও করাতেন। সুতরাং এ চারটি কাজ একটি আরেকটিরই শুধু সহযোগী নয়, বরং অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। **বস্তুতঃ এটাই হল পরিপূর্ণ দ্বীন**। আর পরিপূর্ণ দ্বীন পালনের উপরই নাযাত ও জান্নাত লাভ নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মজলুম ভাই-বোনদেরকেও বিজয় ও আযাদীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমেরিকা, বৃটেন এবং তার সহযোগীদের পণ্যসামগ্রী বর্জনে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া

ইস্তিফতা

নিম্নোক্ত বিষয়ে ওলামায়ে দ্বীন এবং মুফতিয়ানে কেরাম-এর অভিমত কি? জানতে চাই।

আমেরিকা এবং তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বিশ্বকে তাদের বর্বরতা এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। নিকট অতীতে তারা চেচনিয়া, সুদান, লিবিয়া, ইরাক, ইরান এবং ফিলিস্তিনের নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছে। মুসলিম বসতি ধ্বংস এবং মুসলমানদের জানমাল লণ্ডভণ্ড ও পদদলিত করেছে। হাল-আমলেও ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর আমেরিকা এবং ইসরাইলের বর্বর আক্রমণ চলছে প্রতিদিন। বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষী ইঙ্গ-মার্কিন চক্র সন্ত্রাস দমনের ধুয়া তুলে (বিশ্বের একমাত্র ইসলামী অনুশাসনে পরিচালিত) ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের মজলুম এবং নিরপরাধ মুসলমানদের তাদের হিংস্রতা, বর্বরতা এবং নির্মম আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। বিগত ৭ অক্টোবর ২০০১ ইং থেকে বোমাবৃষ্টি এবং উপর্যুপরি মিসাইলের আক্রমণ বিরতিহীনভাবে চালিয়ে আসছে। যাতে শত শত বেসামরিক মুসলমান শহীদ হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, এটা মোটেই সন্ত্রাস দমন নয়। (কেননা কোন সন্ত্রাসী স্বয়ং অন্যের সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে না।) বরং ইসলামের বিরুদ্ধে এটি একটি পরিকল্পিত ক্রুসেড। যার প্রকাশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে তাছাড়া এ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সন্ত্রাস দমনের নেপথ্যে এটি একটি ক্রুসেড।

এই সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ইসলামবিদ্বেষী চক্রের উৎপাদিত পণ্যের বর্জন আমাদের জন্য জরুরী নয় কি? আমেরিকা এবং বৃটেনের বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা করে তাদের ব্যবসায়িক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা, জুলুমের কাজে সহযোগিতা নয় কি?

শরীয়তের আলোকে উক্ত মাসআলার সমাধান দিন, আল্লাহ পাক আপনাদের উত্তম বিনিময় দিবেন।

ফতোয়া প্রার্থী উলামায়ে হিন্দ।

বিইসমিহী সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

আল-জওয়াব

আল্লাহ তা'আলাই তৌফিকদাতা। বিগত ৭ অক্টোবর ২০০১ইং থেকে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র আফগানিস্তানের নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর বোমাবৃষ্টি এবং মিসাইলের মাধ্যমে যে লোমহর্ষক সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই মজলুম মুসলমান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এক বর্বরোচিত এবং অন্যায় আক্রমণ। বরং ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের ধারাবাহিক আক্রমণেচ্ছারই এক অংশ এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে (এক গভীর ষড়যন্ত্র ও) পরিকল্পিত ক্রুসেড যুদ্ধ। যাতে লাখ লাখ অবলা নারী এবং শিশু শহীদ কিংবা আহত হচ্ছে।

সেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ন্যায়নীতিতে বিশ্বাসী ভাইদের ওপর নৈতিকভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে যে, তারা যেন যে, কোন প্রকারেই হোক আমেরিকা ও বৃটেনকে বর্জন করে। তাদের

উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকে। কেননা এটা জালিমের হাতকে শক্তিশালীকরণ এবং অন্যায় কাজে সহযোগিতার নামান্তর যা শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা তাকওয়া এবং নেকীর কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো; অন্যায় এবং সীমালঙ্গনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।

স্বাক্ষরদানকারী ওলামায়ে কেরামগণ

আল্লামা মারগুবুর রহমান মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
মুফতী কফিলুর রহমান নিশাত, নায়েব মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ।
মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
আল্লামা রিয়াছত আলী বিজনুরী, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
আল্লামা নি'য়ামাতুল্লাহ আজমী, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম, দেওবন্দ।
আল্লামা উসমান, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
মুফতী জহিরুদ্দীন, মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ।
মুফতী মাহমুদ হাসান বুলন্দশহরী, নায়েবে মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ।
মুফতী আমিন আহমদ পালনপুরী, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
আল্লামা নাছির আহমদ খান, শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
আল্লামা কামরুদ্দীন, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী, উস্তাদে হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।

সত্যায়ন

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সঠিক এবং পুরোপুরি শরীয়তভিত্তিক। আমরা উক্ত ফতোয়া অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করি।

মাজাহিরে উলুম, ছাহারানপুর মাদরাসার মুফতীবৃন্দ।

বর্জনীয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য কতিপয় পণ্যসামগ্রীর তালিকা

টুথপেস্ট এবং টুথ ব্রাশ

১. ওয়াল বি, ২. পেপসোডেন্ট, ৩. ক্লোজআপ, ৪. কোলগেট. ৫. জর্ভান, ৬. আকুয়া, ৭. স্মিথ ক্লিন।

সাবান এবং ডিটারজেন্ট

১. লাইফবয়, ২. লাইফবয় গোল্ড, ৩. লাইফবয় প্লাস, ৪. লাক্স, ৫. ডেটল, ৬. পিয়ারস, ৭. লিরিল, ৮. ডোভ, ৯. স্যাভলন, ১০. ব্রীজ, ১১. ফেয়ার গ্লো, ১২. স্কিন কেয়ার, ১৩. জনসন বেবী সোপ, ১৪. পালমোলিভ, ১৫. ন্যাচার‍্যাললি ফেয়ার, ১৬. স্নো, ১৭. গ্লো, ১৮. মারভেল, ১৯. ক্যামী, ২০. ডেনিম, ২১. টাইড, ২২. সার্ফ এক্সেল, ২৩. হুইল, ২৪. রেক্সোনা, ২৫. রবিন ব্লু, ২৬. রবিন ব্লিচ, ২৭. আলা।

শ্যাম্পু

১. সানসিল্ক, ২. হ্যাড্জ এন্ড সোলজার, ৩. লাক্স, ৪. অরগানিক্স।

টফি ও চকলেট

১. কিটকাট, ২. ডেইরী মিল্ক, ৩. ক্যাডব্যরিস, ৪. নেসলে, ৫. পার্ক, ৬. চোকুজ, ৭. চিকলেটস, ৮. সানরাইজ, ৯. বর্নভিটা, ১০. হরলিক্স, ১১. বোস্ট।

কোল্ড ড্রিস্কস এবং অন্যান্য

১. কোকাকোলা, ২. পেপসি, ৩. লিমকা, ৪, স্প্রাইট, ৫. মিরিন্ডা, ৬. বিসলেরী, ৭. থামস আপ, ৮. আকুয়া ফিনা, ৯. কিনলে, ১০. ফানটা, ১১. ম্যাকডোনাল্স, ১২. পিজাহাট।

ইলেকট্রনিক্স

১. ওর্য়ালপুল, ২. ইলেকট্রলাক্স, ৩. কেলভিনেটর, ৪. থমসন, ৫. নকিয়া, ৬. ইনটেল, ৭. ডেল. ৮ এইচ.পি, ৯. কেলেরন, ১০. সাইরক্স, ১১. এ.এম.ডি, ১২. এলজি।

চা এবং কফি

১. তাজমহল, ২. লিপটন, ৩. ব্রুকবন্ড, ৪. সি.টি.সি, ৫. টি.সি.টি, ৬. ন্যাসক্যাফ, ৭.ন্যাসলে।

ক্রিম এবং অন্যান্য কসমেটিক্স

১. ফেয়ার এন্ড লাভলী, ২. পন্ডস, ৩.লাকমে, ৪.ফেয়ার ইভার ।

মশক নিধন এরোসোল

১. মরটিন, ২. অডোমাস।

কলম এবং কালি

১. পার্কার, ২. এ্যাকশন, ৩. এডিডাস, ৪. নাইকি, ৫. উডল্যান্ড ।

অন্যান্য

১. জিলেট, ২. ডেসিন, ৩. পারমোলিভ, ৪. রয়েল রস ওয়াডচ, ৫. বাটা সু কোম্পানী।

বর্জনীয় ইঙ্গ-মার্কিন কোম্পানীর কতিপয় পণ্য

১. ম্যাগডোনাল্ডস (রেস্টুরেন্ট), ২. কেএফসি. চিলার (রেস্টুরেন্ট), ৩. ফ্রাইডেজ, ৪. পিজাহাট (ফাস্টফুড), ৫. লাপুরে (আমেরিকান আটা), ৬. সানান ব্রিজ (ইহুদী কোং), ৭. চাক লট্স, ৮. রালিপ, ৯. লওরিন, ১০. কিলুন কলিন, ১১. রেলন মেকআপ

লিওয়াইজ, ১২. এরিয়াল (ওয়াশিং পাউডার ও সাবান), ১৩. লাক্স (সাবান), ১৪. এম ওয়ে কোং কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য. ১৫. সানসিল্ক (সাবান ও শ্যাম্পু), ১৬ পেমপারস, ১৭. আমেরিকান সিগারেট, ১৮. আমেরিকান ক্যান, ১৯. আমেরিকান ফিল্মস, ২০. আমেরিকান হোটেল (হিল্টন, ইন্টার কন্টিনেন্টাল), ২১. সিটি ব্যাংক (ক্রেডিট কার্ড), ২২. শোটাইম (ফুট ওয়ার), ২৩. সর্বপ্রকার আমেরিকান গাড়ী, ২৪. ব্রাদার কিং (ফুড). ২৫. ফায়ার স্টোন (টায়ার), ২৬. ব্রিজ স্টোন (টায়ার), ২৭ .আমেরিকান ব্রেক ওয়েল, ২৮ .ডেভ (সাবান), ২৯. পাইওয়ার (ক্রিম), ৩০. লিপস্টিক (আমেরিকান), ৩১. রয়েল মিরজ (পারফিউম), ৩২. বিলকিস (শ্যাম্পু), ৩৩. ইম্পেরিয়াল (সাবান), ৩৪. তীর ওয়ার, ৩৫. আমেরিকান টিরো (পারফিউম), ৩৬ .বেলজিস, ৩৭. আমেরিকান ভিসা, (লটারী), ৩৮. ল্যান্ড শ্যাম্পু, ৩৯. ব্রিটিশ গাড়ী, ৪০. আমেরিকান কোলগেট।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া মোতাবেক আমেরিকা এবং বৃটেনের কতিপয় কোম্পানী যাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জনীয়

১. প্রোক্টর এন্ড গ্যাম্বেল, ২. ইমওয়ে. ৩. পালমুলিভ, ৪. জেকে হেমসটেড, ৫. কিলার জিন্‌স, ৬. ফ্লাইংমোশন ৭. পিটার ইংল্যান্ড, ৮ .উডল্যান্ড ৯. জেট এয়ারওয়েজ, ১০. রিলায়েন্স গ্রুপ অব কোম্পানীজ, ১১. রেকিট এন্ড কোলম্যান, ১২. জনসন এন্ড জনসন, ১৩. রেইড এন্ড রিকোলসন, ১৪. রেব্যান, ১৫. ব্রুক বন্ড, ১৬. নেসলে, ১৭. উইলস, ১৮. কেডবেরি, ১৯. রেইড এন্ড টেইলর, ২০. জিলেট, ২১. রেভলন, ২২. ডেটল, ২৩. কোকাকোলা, ২৪. পেপসি, ১৫. এলায়েন্স এয়ার ওয়েজ, ২৬.

এয়ার আমেরিকা, ২৭. ব্রিটিশ ওয়ারওয়েজ, ২৮. ফোর্ড এসকোর, ২৯. ওপেন এসট্রা, ৩০. ওয়ার্লপুল, ৩১. স্মিথ ক্লিন বেকহাম, ৩২. থমসন, ৩৩. রেমন্ড।

ক'মাস যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ফতওয়ার কপি এসে পৌঁছুচ্ছে। ইতোমধ্যে উর্দু ও আরবী ভাষ্যের এ ফতওয়া বাংলা তরজমা করেও দেশব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে।

ইসরাইলী এবং আমেরিকান পণ্যদ্রব্য বর্জন সম্পর্কে

(আল-আজহার ইসলামী ইউনিভার্সিটি থেকে)

শেখ ইউসুফ আল কারদাই

ফতোয়া

ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলিম ভূমি আক্রমণ বা দখল করে তখন তাদের কবল থেকে ঐ ভূমিকে মুক্ত করা নামই হচ্ছে জিহাদ। এই জিহাদ হচ্ছে অবশ্য অবশ্যই ফরজ এবং পবিত্র দায়িত্ব। প্রথমত ঐ ভুমির লোকদের উপর। ঐ ভুমির লোকেরা যদি যথাযোগ্য প্রতিরোধ করতে না পারে, তাহলে প্রতিবেশী মুসলিম দেশসমূহের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়ায় তাদের সাহায্য করা। প্যালেস্টাইন হচ্ছে সেই ভূমি যা মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা, ইসরা ও মিরাজের স্থল, আল-আকসার কেন্দ্রভূমি ও রহমতপ্রাপ্ত অঞ্চল। এর দখলদাররা ইসলামের শত্রু এবং তাদেরকে সাহায্য করছে বৃহত্তম পরাশক্তি আমেরিকা ও বিশ্বের ইহুদী সম্প্রদায়। জিহাদ তাদের বিরুদ্ধে ফরজ যারা ভূমি দখল করে অধিবাসীদের সেস্থান থেকে বিতাড়িত করছে, রক্ত ঝরাচ্ছে, ইজ্জত নষ্ট করছে, বাড়ীঘর ধ্বংস করছে, ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জিহাদ হচ্ছে সব ফরজের বড় ফরজ, উম্মাহর সবচেয়ে বড় কতর্ব্য। মুসলিমদের এই

জিহাদের জন্য আদেশ করা হয়েছে, সর্বপ্রথম অধিকৃত ভূমির মুসলিমরা; তারপর তাদের প্রতিবেশীরা, এবং সর্বশেষ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এর জন্য জিহাদ করবে। আমাদের সকলকে ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমরা ইসলামের উপর সবাই ঐক্যবদ্ধ, আমরা ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, আমরা ঐক্যবদ্ধ কি্বলায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ একাই ব্যাথায় ও আশায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন -

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً (الانبياء)

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাহ হচ্ছে এক উম্মাহ; (২১ ঃ ৯২)

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات)

"মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই" (৪৯ ঃ ১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না, তাকে ত্যাগ করে না এবং তাকে অসহায় ও লাঞ্চিত করে না।"

এখন আমরা দেখছি আল-আকসা ও ফিলিস্তিনের মাটিতে আমাদের ভাই-বোন ও আমাদের সন্তানেরা আল্লাহর পথে অকাতরে তাদের জীবন ও রক্ত বিলিয়ে দিচ্ছে। সকল মুসলিমের যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করা উচিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং

যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষন না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সবই দেখেন। (সূরা আল-আনফাল ৭২)

যদি কেউ দ্বীনের নামে, ধর্মের নামে আমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। এই সাহায্য সমর্থনের একটা উপায়- শত্রুদের পণ্য পুরোপুরি বর্জন করা। প্রতিটি টাকা যা ব্যয় করা হচ্ছে তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্য কেনার জন্য; পরিণতিতে বুলেট হয়ে বিদ্ধ হচ্ছে আমাদের ফিলিস্তিনী ভাই ও সন্তানদের বুকে। এ কারণে আমাদের জন্য এটা ফরজ ইসলামের শত্রুদের সাহায্য না করা (শত্রুদের জিনিসপত্র কেনার মাধ্যমে)। তাদের পণ্য কেনার অর্থই হচ্ছে তাদের স্বৈরাচার, দমন ও আগ্রাসনকে সাহায্য করা। তাদের পণ্য কিনলে তারা শক্তিশালী হবে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যতটা সম্ভব তাদের দুর্বল করে দেয়া। যে সকল ভাইরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পবিত্র ভূমিতে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শক্তি যোগানো আমাদের জন্য ফরজ। যদি আমরা তাদের শক্তি যোগাতে না পারি তাহলে অন্তত আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শত্রুদের দুর্বল করে ফেলা। যদি বয়কট ছাড়া তাদের দুর্বল করা না যায় তাহলে অবশ্যই তাদের বয়কট করতে হবে।

ইসরাইলী পণ্যের মতই আমেরিকান পণ্য আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের পণ্যের প্রচার চালানোও আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

আমেরিকা আজকে' দ্বিতীয় ইসরাইলের রূপ ধারণ করেছে। এরা ইহুদীবাদকে পুরোপুরি সমর্থন দিচ্ছে। আমেরিকার মদদ ছাড়া ইহুদীরা কখনই এগুলো করতে পারত না।

আমেরিকার টাকায়, আমেরিকার অস্ত্র, তার ভেটো ক্ষমতার ছত্রছায়ায় চলছে ইসরাইলের অনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞ। দশকের পর দশক ধরে আমেরিকা তার এই দমন ও অহংকারী নীতির দরুন ইসলামী দুনিয়া থেকে কোন ধরনের প্রতিরোধ বা শাস্তির সম্মুখীন হয়নি। এখন সময় এসেছে মুসলিম উম্মাহর; আমেরিকাকে "না বলার। "না" বলুন এর কোম্পানীদের। "না" বলুন এর পণ্যগুলিকে যা আমাদের বাজার সয়লাব করে ফেলেছে। আমরা খাচ্ছি, পান করছি, পরছি, চড়ছি- সব আমেরিকান পণ্য।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ) কে বলেন ঃ তোমার শত্রু তিন ব্যক্তি- তোমার শত্রু, তোমার শত্রুর বন্ধু ও তোমার বন্ধুর শত্রু।"

যুক্তরাষ্ট্র এখন আমাদের শত্রুর বন্ধুর বন্ধুর চেয়েও বেশী কিছু, তারা প্রয়োজন হলে ইসরাইলের জন্য নিজেদের ধ্বংস করবে। বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলিম যদি আমেরিকা ও এর কোম্পানীগুলিকে বয়কট করে তাহলে এটা তাদের জন্য যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ হবে। এটা আমাদের জন্য ফরজ, আমাদের দ্বীনের দাবী ও এটাই আল্লাহর পথ। অন্য সব দেশের পণ্য থাকা সত্ত্বেও যে সকল মুসলিম ইসরাইলী অথবা আমেরিকান পণ্য কিনছে তারা হারাম কাজ করছে। তারা সুস্পষ্টভাবে একটা কবীরা গুনাহে লিপ্ত; যা আল্লাহর আইনের বিরোধী ও আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে আনছে। আমাদের ভাইরা যারা ইসরাইল ও আমেরিকায় রয়েছেন তাদের বাধ্য করা হয় আমেরিকান ও ইসরাইলী

কোম্পানীর সাথে চুক্তি করতে ও তাদের পণ্য কিনতে। যা মানুষের সাধ্যের বাইরে সে সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যা তাদের সাধ্যে কুলায় সে সম্পর্কে তিনি ধরবেন। আল্লাহ বলেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن)

"আল্লাহকে ভয় কর যতখানি তোমার সাধ্যে কুলায়।"

(৬৪ ঃ১৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি আমি তোমাদের কোন কাজ করতে বলি তাহলে ততখানি কর যতখানি তোমার সাধ্যের মধ্যে। আমেরিকায় বসবাসরত মুসলিমদের উচিত সেসব কোম্পানীর সাথে কাজ করা যারা মুসলিমদের প্রতি কম শত্রুভাবাপন্ন ও ইহুদীদের সাথে কম সম্পৃক্ত বা সম্পৃক্ত নয়। ইহুদীদের বয়কট করুন যতখানি সম্ভব। আরবদের ও মুসলিমদের সে সমস্ত কোম্পানীদের বয়কট করা উচিত যারা ইহুদীবাদের প্রবক্তা ও সমর্থক এবং ইহুদী রাষ্ট্রকে জিইয়ে রাখছে- তাদের উৎপত্তি যে দেশেই হোক না কোন যেমন- মার্ক এবং স্পেনসার। বয়কট একটি খুবই ধারালো অস্ত্র যা ব্যবহৃত হয়েছে অতীতে; বর্তমানেও ব্যবহার করা হচ্ছে। মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বয়কট করেছিল যার ফলে তিনি নিদারুন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন, এমকি তাঁদের গাছের পাতা খেয়ে থাকতে হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ (রাঃ) মদীনার কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের বয়কট করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালেও কিছু জাতি কলোনী বা দাসত্ব থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য বয়কটকে ব্যবহার করছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে- গান্ধী সমগ্র ভারতীয়দের ডাক দিয়েছিলেন

ইংরেজদের পণ্য পরিহার করার জন্য। যেটা খুব ফলপ্রসু হয়েছিল। বয়কট হচ্ছে জাতি ও জনগোষ্ঠীর হতে। সরকার জনগণকে কোন বিশেষ দেশ থেকে পণ্য কেনার জন্য বাধ্য করতে পারে না। আসুন আমরা এই অস্ত্র ব্যবহার করি-আমাদের জাতীয় ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে, তাদেরকে জানিয়ে দেই আমরা এখনও জীবিত এবং এই উম্মাহ মরবে না ইন্‌শাল্লাহ।

এই বয়কটের অনেক প্রভাব রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ এর থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবে যে কিভাবে অন্যদের রুচি বা ইচ্ছার দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হয়। তারা আমাদের উৎসাহিত করেছে এমন সব জিনিসে ব্যস্ত হতে যাতে কোন ফায়দা নেই, বরঞ্চ ক্ষতি রয়েছে। এই বয়কট মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের ভাইবৃন্দ যারা প্রতিদিন তাদের জীবন উৎসর্গ করছে, আমাদের কর্তব্য তাদের জানানো যে আমরা তাদের সাথে আছি। আমরা কোনভাবেই শত্রুরা লাভবান হতে পারে এমন কোন কাজে অংশ গ্রহন করবো না। এই বয়কট একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধ যা মুখোমুখি যুদ্ধে যেসব সাহসী মুজাহিদরা ফিলিস্তিনে যুদ্ধে রত রয়েছেন তাদের সাহায্য করবে। যদি দুনিয়ার প্রতিটি ইহুদী নিজেকে একজন সৈনিক ভাবতে পারে ও ইহুদী রাষ্ট্রকে জানপ্রাণ দিয়ে সমর্থন জানাতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই প্রতিটি মুসলিম একজন সৈনিক এবং নিজের জানপ্রাণ দিয়ে আল-আকসাকে মুক্ত করবে ইনশাল্লাহ। একজন মুসলিম সবচেয়ে কম যা করতে পারে তা হলো বয়কট। আল্লাহ বলেন ঃ"যারা কাফের তারা একে অপরের সহযোগী বন্ধু (এবং) যদি তোমরা (সারা দুনিয়ার মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধভাবে) তা না করে সহযোগী না হও, এক উম্মাহ হিসাবে এক খলিফার নেতৃত্বে

(সর্বোচ্চ মুসলিম নেতা পুরো মুসলিম বিশ্বের) আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা না কর তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে ফিতনা, ফাসাদ, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা (শিরক হবে প্রতিষ্ঠিত)"।

যদি একজন মুসলিম ক্রেতা ইসরাইলী ও আমেরিকান পণ্য কিনে বড় গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে যেসব ব্যবসায়ী এসব পণ্য আমদানী করছে ও এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে তারা আরও অনেক বড় গুনাহে লিপ্ত। যদি এসব কোম্পানী ভিন্ন নামের আড়ালে কাজ করে, তাহলে তারা মুসলিম জনগণের সাথে বিরাট প্রতারণা করছে।

পুরো মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই আহবান; তোমরা দেখিয়ে দাও যে তোমরা জীবিত এবং পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর। মুসলিম উম্মাহর জানতে হবে কারা তাদের বন্ধু আর তাদের শত্রু করা। উম্মাহর প্রতি আহবান তারা যেন নিজেদেরকে হতাশা ও দুর্বলতার হাতে সঁপে না দেয় আর ইহুদীতের তথাকথিত স্বৈরাচারী শান্তিকে মেনে না নেয়।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (محمد)

"অত্রএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, আসলে তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের আমল বিনষ্ট করবেন না।"

(৪৭ ঃ ৩৫)

আমাদের মা ও বোনেরা, যারা ঘরের সব কিছু তদারক করেন, কেনাকাটা করেন, তার ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে বেশী ভূমিকা

রাখতে পারেন। সন্তানদের পরিচালনায় ও দেখাশুনার ক্ষেত্রেও তাদের ভুমিকা বেশী। সন্তানদের তারা জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত করবেন এবং তাদেরকে শিখাবেন উম্মাহর জন্য তাদের কি করতে হবে আর উম্মাহর শত্রুদের প্রতি কি করতে হবে, বিশেষ করে বয়কটের স্থানে।

যখন আমাদের সন্তানেরা এটা অনুধাবন করতে পারবে তখন তারা আনন্দের সাথে বয়কট চালিয়ে যাবে ও পরবর্তীতে বাবা-মাকে ও একই পথে পরিচালিত করবে। আমার আহবান সকল আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি, সকল স্বাধীন ও মহৎ লোকের প্রতি- আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়ান, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে সাহায্য করুন। সেসকল দুর্বল ভাইদের বিজয়ী হতে সাহায্য করুন যারা পবিত্র ভুমি রক্ষার জন্য প্রতিদিন আল্লাহর পথে নিহত হচ্ছে।

আমি আহবান করছি দুনিয়ার সমগ্র আরব ও মুসলিমদের-ফিলিস্তিনীদের সাহায্য-সমর্থন দেয়ার জন্য যারা লড়ছে ন্যায়সংগত কারণে এবং স্বৈরাচারী দাম্ভিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যতখানি সম্ভব বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের প্রতি আমাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য। পরিশেষে আমি আহবান করছি সকল দেশের জ্ঞানী দায়িত্ববানদের একটি সেল গঠনের জন্য যেন তারা বয়কট গড়ে তুলতে পারে এবং এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলে যতক্ষণ না সত্যের বাণী সমুন্নত হয় ও মিথ্যা অপসৃত হয়। নিঃসন্দেহে মিথ্যা দুরীভূত হবেই।

"এখন আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল তোমাদের কর্মনীতি দেখবেন। পরে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি

গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন তোমরা কি কি করছিলে!" (সূরা তাওবাহ-৯৪)

কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার উপর ভিত্তি করে এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসলমানদের জন্য সতর্ক সংকেত!

পেপসি এবং কোকাকোলা তৈরী উপাদান গুলোর মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে শুকরের নাড়ীভূঁড়ি (পাকস্থলী) এই জন্য Picture is not shown নামক বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন, প্রকাশকাল ১৯৮৭ইং। উপরোক্ত পানীয়গুলোর জন্য পাশ্চাত্বের দেশগুলো হতে পাউডার আকারে আমাদের দেশে উপাদানগুলো আসে এবং বাজারজাত করা হয়।

PEPSI Pay Each Penny to Save Israel.

পেপসি অর্থ ঃ প্রতিটি পেনি ইসরাঈলকে রক্ষা করার জন্য ব্যয় কর। "ইহুদীদের এই বিশ্বজনীন কোমল পানীয়টির বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের প্রতিটি পেনি ইসরাঈলের নির্মাণ ও সুরক্ষায় নিবেদিত।

অন্য আর একটি বিখ্যাত পানীয় কোকাকোলাও ইহুদীদের মালিকানাধীন আর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। সম্প্রতি আমেরিকার এন বি সি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা গেছে যে, কোকাকোলা কোম্পানীর মোট আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের জন্য ব্যয়িত হয়।

ইদানীং ফিলিস্তিনে নতুন করে জালেম ইহুদী আগ্রাসন শুরু পর ইসরাঈলের হাত মজবুত করার লক্ষ্যে এই কোম্পানীর চারদিনের সমুদয় আয় ইসরাঈলকে দান করার ঘোষণা দিয়েছে।

ইহুদী পুঁজি দ্বারা পরিচালিত বহুজাতিক কোম্পানীগুলির আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাঈলের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে দান করা হয় বলে শোনা যায়।

এই পরিস্থিতিতে "পেপসি"' বা 'কোকাকোলা'র অথবা ইহুদীদের কিংবা খ্রীষ্টানদের বোতলে চুমুক দেওয়ার সময় আমাদেরকে কি ভেবে দেখা উচিত নয় যে, এ পানীয়টিতে আমাদের মজলুম ফিলিস্তিনী ভাইবোনদের রক্ত মিশ্রিত নেই তো ? আমরা এ পানীয়গুলোর এক একটি বোতল ক্রয় করে কিছু না কিছু অর্থ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের বুক ঝাঁজরা করে দেওয়ার জন্য, এক একটি বুলেট ক্রয় করার জন্য অর্থ জোগান দিচ্ছি না তো ? হায় ! আল্লাহ পাক কবে মুসলমানদের হুঁশ দান করবেন ?

THESE COM
A TRACK RECORD OF
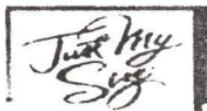
Remember

BOYCOTT
BOYCOTT

PANIES HAVE SUPPORTING ISRAEL :

JCPenney

Calvin Klein

Kotex

VICHY
LABORATOIRES

LA ROCHE-POSAY

GARNIER

MARKS & SPENCER

HUGGIES

BOSS

JO MALONE

PRYCA

LA MER

aramis

ORIGINS

CLINIQUE

PRESCRIPTIVES

Carrefour

DIM

Wonderbra

RALPH LAUREN

LINDEX

J. CREW

DONNA KARAN

BIOTHERM

HEMA

these Brand

ISRAEL
AMERICA

ত্যাগ-কুরবানী ছাড়া কখনও আযাদী পাওয়া যায় না। যখনই মুসলিম জাতি হকের পক্ষে কুরবাণী-ত্যাগ স্বীকার করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর মদদ ও নুসরত ও তখন আসমান থেকে তাদের উপর নাযিল হয়েছে। আমাদের প্রভু এখনও তিনিই আছেন, যিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে ছিলেন। আজও আমরা সেই খোদারই ইবাদত করি, যিনি খয়বর ও হুনাইনে মুসলমানদেরকে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছিলেন।

আলহামদুল্লিাহ্, আমরা আজও সেই কুরআন মানি, যা সে সময় মুসলমানদের জীবন বিধান ছিল। আর আমরা আজও সেই রাসূলকেই নিজেদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, পথপ্রদর্শক, দিকনির্দেশক, রাহ্নুমা এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বুঝি। যার অনুসরণ করে মুসলমানরা কুফ্রীর কবর রচনা করে তার ধ্বংসস্তুপের উপর হকের বিজয় নিশান উড়িয়েছিল। ইসলামের কোন কিছুই পুরাতন নয়। আলহামদুল্লিাহ, তার প্রতিটি বিষয় আজও তরতাজা, চির সজীব। ক্বিয়ামত অবধি তার সজীবতায় কোন ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

আল-আমীন প্রকাশনী
মিরপুর-১২ পল্লবী, ঢাকা